

হেফাজতের ওলামা
সম্মেলনে হুঁশিয়ারি
কওমি মাদ্রাসায়
হাত দিলে
ক্ষতি হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও
ফটিকছড়ি প্রতিনিধি ●

কওমি মাদ্রাসায় হাত না দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফী। তিনি বলেন, 'কওমি মাদ্রাসায় হাত দেবেন না। হাত দিলে ক্ষতি হবে। ফুল-কলেজ নিয়ে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারও কওমি মাদ্রাসাকে ধ্বংস করতে চেয়ে পারেনি।'

হেফাজতে ইসলামের ডাকে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির আল জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় আয়োজিত ওলামা মাশায়েখ সম্মেলনে শেখ মসজিদে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আহমদ শফী এসব কথা বলেন। সম্মেলনে সারা দেশের কওমি মাদ্রাসা নেতৃস্থানীয় প্রায় দুই হাজার আলেম অংশ নেন।

আহমদ শফী বলেন, 'আমরা এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

কওমি মাদ্রাসায় হাত দিলে ক্ষতি হবে

শেখ পৃষ্ঠার পর

নরল মানুষ। ইসলামের জন্য কাজ করছি। আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। হাতিয়ার আছে শুধু দোয়া। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করি। যারত তিনি হেদায়েতপ্রাপ্ত হন।'

দিনভর এই সম্মেলনে সরকার প্রণীত 'কওমি মাদ্রাসা শিফা কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার প্রতিবাদ এবং হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবিতে চার মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: কওমি শিফা আইন পাসের চেষ্টার প্রতিবাদে ২৫ সেন্টেম্বর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান, আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে হেফাজতের সব জেলা ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন, ১৩ দফা দাবিতে ১৫ থেকে ৩০ নভেম্বর বিভাগীয় শহরে সুধীসমাবেশ, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে মহাসম্মেলন এবং ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি সব জেলায় রেসালত সম্মেলন। এ ছাড়া কর্মসূচিতে ৫ মের ঘটনায় 'শহীদদের কবর জিয়ারত' ও পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় উত্থাবলি কেড়ে পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে সচিবালয় ঘেরাওয়ার কর্মসূচি দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

হেফাজতের ১৩ দফা উল্লেখ করে শাহ আহমদ শফী বলেন, কাউকে কমতায় বসাতে কিংবা নামমতে আমাদের এ আন্দোলন নয়। কমতায় এলে বালেশা জিয়ারতেও এ দাবি মানতে হবে। হেফাজতকে অরাজনৈতিক সংগঠন দাবি করে তিনি বলেন, ভোট স্বাধীন মত। আওয়ামী লীগ, বিএনপি যাকে ইচ্ছা ভোট দিতে কোনো অপরাধ নেই। তবে ধর্মের ওপর কোনো জুলুম করা যাবে না। অন্যেকই বলেন, হাসিনা-খালেদা হেফাজতকে ৭০ সিট দেবেন। এসব বিধা কথা।

কওমি মাদ্রাসা শিফা কর্তৃপক্ষ গঠনে সরকারি উদ্যোগের বিরোধিতা করে আহমদ শফী বলেন, 'ফুল-কলেজে দুই পক্ষে মারামারি হয়। মাদ্রাসায় এ রকম কোনো ঘটনা নেই। এতিম-মিসকিনদের এমিক-এমিক খেতে অর্থ সংগ্রহ করে ষাওয়ারানো, পরানো ও শিফা দেওয়া হয়। সরকারের এসব কাজ আমরা করি। তার পরও সরকার কওমি শিফা নিয়ে বেগে আছে।'

সম্মেলনে গত ৫ মে শাপলা চত্বরের ঘটনার কথা উল্লেখ করে হেফাজতের মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী বলেন, সত্যা ছয়টা পর্বত সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হলেও পুলিশ সকাল ১০টার মধ্যেই আট থেকে নয়টা লাগ ফেলেছে। তিনি বলেন, সরকার শাপলা চত্বরে গুলি করে ভয় দেখিয়েছে, এবার কওমি মাদ্রাসা নিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আইন পাস করা থেকে সরকার পিছু না হটলে লাখ লাখ লাগ পড়বে।

সম্মেলনে কওমি মাদ্রাসা শিফা কর্তৃপক্ষ আইন পাসের পদক্ষেপ বন্ধ, ৫ মের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, বৃহত্তি ওয়াকাসসহ শ্রেণীর ইওয়ান নেতা-কর্মীদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার, ১৩ দফা বাস্তবায়ন, মাদ্রাসার ছাত্র কমানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বক্তব্য প্রত্যাহার, নারী উন্নয়ন নীতিমালার কোরআন-সুন্নাহবিরোধী ধারাসমূহ বাতিলসহ আট দফা দাবি উত্থাপন করেন হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব ছলিম উল্লাহ। এর আগে সম্মেলনে আহমদ শফীর লিখিত একটি বক্তব্য পড়ে শোনান তাঁর প্রেস সচিব মনির আহমদ।

সম্মেলনে ২০১ সদস্যের অতিভাবক পরিষদ ও ২৫ সদস্যের একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া এর আগে করা সাংগঠনিক কমিটি বহাল আছে বলে জানিয়েছেন হেফাজতের আমিরের প্রেস সচিব আহমদ।